গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম
ফোন নং-৬৩৬০৫১, ৬২৬২০৪, ৬২৬৬০৩, ফ্যাক্স : ৬১৯৪৬৮।
ই-মেইল : principal@gccc.edu.bd,info@gccc.edu.bd
ওয়েব সাইট : www.gccc.edu.bd.

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১২/০৩/২০২৩ খ্রি.

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা:

১. চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা :

পর্যায়	বিষয়	প্রতিযোগিতার সময়	প্রতিযোগিতার স্থান
শিশু ও কিশোর	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	১৬/০৩/২০২৩ তারিখ সকাল ৯:৫০ মিনিট	কলেজ অডিটোরিয়ামের সামনের চত্বর

২. দেশাত্মবোধক গান প্রতিযোগিতা :

পর্যায়	প্রতিযোগিতার তারিখ ও সময়	প্রতিযোগিতার স্থান
উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর	১৬/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখ সকাল ১০:০০ টা	কলেজ অডিটোরিয়াম

৩. আবৃত্তি প্রতিযোগিতা :

পর্যায়	নির্ধারিত কবিতা	প্রতিযোগিতার সময়	প্রতিযোগিতার স্থান
উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর	ধন্য সেই পুরুষ -শামসুর রাহমান(কপি সংযুক্ত)	১৬/০৩/২০২৩ তারিখ সকাল ১০:৪৫ মিনিট	কলেজ অডিটোরিয়াম

৪. গদ্যপাঠ প্রতিযোগিতা :

পর্যায়	বিষয়	প্রতিযোগিতার সময়	প্রতিযোগিতার স্থান
উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর	বঙ্গবন্ধু'র 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ (কপি সংযুক্ত)	১৬/০৩/২০২৩ তারিখ সকাল ১১:৩০ মিনিট	কলেজ অডিটোরিয়াম

৫. কুইজ প্রতিযোগিতা :

পর্যায়	প্রতিযোগিতার সময়	প্রতিযোগিতার স্থান
উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর	১৬/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখ দুপুর ১২:১৫ মিনিট	কলেজ অডিটোরিয়াম

৬. রচনা প্রতিযোগিতা :

পর্যায়	বিষয়	রচনা জমাদানের শেষ সময়	রচনা জমাদানের স্থান
উচ্চ মাধ্যমিক	শৈশবের বঙ্গবন্ধু (সর্বোচ্চ ১০০০ শব্দ)	১৬/০৩/২০২৩ তারিখ দুপুর ১২:৩০ মিনিট	ইংরেজি বিভাগ
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর	বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন (সর্বোচ্চ ১২০০ শব্দ)		

১২/০৩/২০২৩

(প্রফেসর ড. সুদীপা দত্ত)
অধ্যক্ষ
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

12.03.2023

(এস.এম মোঃ শামসুজ্জামান ভূঁইয়া)
আহ্বায়ক
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিবস ও
জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন কমিটি
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী

-শেখ মুজিবুর রহমান

প্রায় তিন মাস হয়েছে খুলনা জেলে এসেছি। নিরাপত্তা আইনের বন্দিরা ছয় মাস পর পর সরকার থেকে একটা করে নতুন হুকুম পেত। আমার বোধ হয় আঠারো মাস হয়ে গেছে। ছয় মাসের ডিটেনশন অর্ডারের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। নতুন অর্ডার এসে খুলনা জেলে পৌঁছায় নাই। জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে কোন হুকুমের উপর ভিত্তি করে জেলে রাখবেন? আমি বললাম, "অর্ডার যখন আসে নাই, আমাকে ছেড়ে দেন। যদি আমাকে বন্দি রাখেন, তবে আমি বেআইনিভাবে আটক রাখার জন্য মামলা দায়ের করে দিব।" জেল কর্তৃপক্ষ খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট ও এসপির সাথে আলাপ করলেন, তারা জানালেন তাদের কাছেও কোনো অর্ডার নাই যে আমাকে জেলে বন্দি করে রাখতে বলতে পারেন। তবে আমার ওপরে একটা প্রডাকশন ওয়ারেন্ট ছিল, গোপালগঞ্জ মামলার। কাস্টডি ওয়ারেন্ট নাই যে জেলে রাখবে। অনেক পরামর্শ করে তারা ঠিক করলেন, আমাকে গোপালগঞ্জ কোর্টে পাঠিয়ে দিবে এবং রেডিওগ্রাম করবে ঢাকায়। এর মধ্যে ঢাকা থেকে অর্ডার গোপালগঞ্জে পৌঁছাতে পারবে। আমাকে জাহাজে পুলিশ পাহারায় গোপালগঞ্জ পাঠিয়ে দিল। গোপালগঞ্জ কোর্টে আমাকে জামিন দিয়ে দিলো পরের দিন। বিরাট শোভাযাত্রা করল জনগণ আমাকে নিয়ে। বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। রাতে বাড়িতে পৌঁছাব। আমার গোপালগঞ্জ বাড়িতে বসে আছি। নৌকা ভাড়া করতে গিয়েছে। যখন নৌকা এসে গেছে, আমি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা করব ঠিক করেছি এমন সময় পুলিশ ইন্সপেক্টর ও গোয়েন্দা কর্মচারী আমার কাছে এসে বলল, "একটা কথা আছে।" কোনো পুলিশ তারা আনে নাই। আমার কাছে তখনও একশতের মত লোক ছিল। আমি উঠে একটু আলাদা হয়ে ওদের কাছে যাই। তারা আমাকে একটা কাগজ দিল। রেডিওগ্রামে অর্ডার এসেছে আমাকে আবার গ্রেফতার করতে, নিরাপত্তা আইনে। আমি বললাম, "ঠিক আছে চলুন"। কর্মচারীরা ভদ্রতা করে বলল, "আমাদের সাথে আসতে হবে না। আপনি থানায় চলে গেলেই চলবে।" কারণ আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলে একটা গোলমাল হতে পারত। আমি সকলকে ডেকে বললাম, আপনারা হৈচৈ করবেন করবেন না, আমি মুক্তি পেলাম না। আবার হুকুম এসেছে আমাকে গ্রেফতার করতে। আমাকে থানায় যেতে হবে। এদের কোনো দোষ নাই। আমি নিজে হুকুম দেখেছি।" নৌকা বিদায় করে দিতে বললাম, বাক্সে কাপড়চোপড়, বইখাতা বাঁধা ছিল সেগুলি থানায় পৌঁছে দিতে বললাম। কয়েকজন কর্মী কেঁদে দিল। আর কয়েকজন চিৎকার করে উঠল, "না যেতে দিব না, তারা কেড়ে নিয়ে যাক।" আমি ওদের বুঝিয়ে বললাম, তারা বুঝতে পারল। গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার সাহেব খুবই ভদ্রলোক ছিলেন। তাকে আমি বললাম, আপনি আমার সাথে চলুন, তা না হলে ভালো দেখায় না, কোনো গোলমাল হবে না। বাড়িতে আবার লোক পাঠালাম। রাতেই লোক রওয়ানা হয়ে গেল। আগামীকালই বোধহয় আমাকে অন্য কোন জেলে নিয়ে যাবে। নিষেধ করে দিয়েছিলাম, কেউ যেন না আসে, আমাকে পাবে না।

রাতে আবার থানায় রইলাম। থানার কর্মচারীরাও দুঃখ পেয়েছিল। সতেরো- আঠার মাস পরে ছেড়ে দিয়েও আবার গ্রেফতার করার কি কারণ থাকতে পারে? পরের দিন লোক ফিরে এসে বলল, রাতভর সকলে জেগেছিল বাড়িতে, আমি যে কোনো সময় পৌঁছাতে পারি ভেবে। মা অনেক কেঁদেছিল, খবর পেলাম। আমার মনটাও খারাপ হল। আমার মা, আব্বা ও ভাইবোন এবং ছেলেমেয়েদের এ দুঃখ না দিলেই পারত। আমি তো সরকারের কাছে বন্ড দেই নাই।আমাকে মুক্তি দিল কেন? হুকুমনামা সময়মত আসে নাই কেন? আমার তো কোনো দোষ ছিল না? এই ব্যবহার আমার সাথে না করলেই পারত। অনেক রাত পর্যন্ত লোকজন থানায় রইল। আমিও বসে রইলাম। ভাবলাম, অনেকদিন থাকতে হবে কারাগারে। দুইদিন গোপালগঞ্জ থানায় আমাকে থাকতে হল। ঢাকা থেকে খবর আসে নাই আমাকে কোন জেলে নিবে। আমার শরীর খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল খুলনা জেলে থাকার সময়। এই ঘটনার পর আরও একটু খারাপ হলো।

ধন্য সেই পুরুষ

- শামসুর রাহমান

ধন্য সেই পুরুষ নদীর সাঁতার পানি থেকে যে উঠে আসে
সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে;
ধন্য সেই পুরুষ, নীল পাহাড়ের চূড়া থেকে যে নেমে আসে
প্রজাপতিময় সবুজ গালিচার মত উপত্যকায়;
ধন্য সেই পুরুষ হৈমন্তিক বিল থেকে যে উঠে আসে
রক্ত বেরঙের পাখি ওড়াতে ওড়াতে।
ধন্য সেই পুরুষ কাহাতের পর মই-দেয়া ক্ষেত থেকে যে ছুটে আসে
ফসলের স্বপ্ন দেখতে দেখতে।
ধন্য আমরা, দেখতে পাই দূরদিগন্ত থেকে এখনো তুমি আসো,
আর তোমারই প্রতীক্ষায়
ব্যাকুল আমাদের প্রাণ, যেন গ্রীষ্মকাতর হরিণ
জলধারার জন্যে। তোমার বুক ফুঁড়ে অহংকারের মতো
ফুটে আছে রক্তজবা, আর
আমরা সেই পুষ্পের দিকে চেয়ে থাকি, আমাদের
চোখের পলক পড়তে চায় না,
অপরাধে নত হয়ে আসে আমাদের দুঃস্বপ্নময় মাথা।
দেখ, একে একে সকলেই যাচ্ছে বিপথে অধঃপাত
মোহিনী নর্তকীর মতো
জুড়ে দিয়েছে বিবেক-তোলানো নাচ মনীষার মিনারে,
বিশ্বস্ততা চোরা গর্ত খুঁড়ছে সুহৃদের জন্যে
সত্য খান খান হয়ে যাচ্ছে যখন তখন
কুমোরের ভাঙা পাত্রের মতো,
চাটুকারদের ঠোঁটে অষ্টপ্রহর ছোটে কথার তুবড়ি,
দেখ, যে কোন ফসলের গাছ
সময়ে-অসময়ে ভরে উঠছে শুধু মাকাল ফলে।
ঝলসে-যাওয়া ঘাসের মত শুকিয়ে যাচ্ছে মমতা
দেখ, এখানে আজ
কাক আর কোকিলের মধ্যে কোনো ভেদ নেই।
নানা ছলছুতোয়
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর রৌদ্র ঝরে চিরকাল,
গান হয়ে
নেমে আসে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা, যাঁর নামের ওপর
কখনো ধুলো জমতে দেয় না হাওয়া,
ধন্য সেই পুরুষ যাঁর নামের উপর পাখা মেলে দেয় জ্যোৎস্নার সারস,
ধন্য সেই পুরুষ যাঁর নামের উপর পতাকার মতো
দুলতে থাকে স্বাধীনতা,
ধন্য সেই পুরুষ যাঁর নামের ওপর ঝরে
মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।
স্বৈরাচারের মাথায় মুকুট পরাচ্ছে ফেরেব্বাজের দল।
দেখ, প্রত্যেকটি মানুষের মাথা
তোমার হাঁটুর চেয়ে এক তিল উঁচুতে উঠতে পারছে না কিছুতেই।
তোমাকে হারিয়ে
আমরা সন্ধ্যায়, হারিয়ে যাওয়া ছায়ারই মতো হয়ে যাচ্ছিলাম,
আমাদের দিনগুলি ঢেকে যাচ্ছিল শোকের পোশাকে,
তোমার বিচ্ছেদের সংকটের দিনে
আমরা নিজেদের ধ্বসেস্তূপে বসে বিলাপে ক্রন্দনে
আকাশকে ব্যথিত করে তুললাম ক্রমাগত; তুমি সেই বিলাপকে
রূপান্তরিত করেছো জীবনের স্তুতিগানে, কেননা জেনেছি
জীবিতের চেয়েও অধিক জীবিত তুমি।